তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী (ইনোভেশন) কার্যাবলী

INNOVATION

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

স্বাধীনতার মহানায়ক

"সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে।
তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই।
তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ভাই, জনগণের সন্তান।
তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

DoICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী (ইনোভেশন) কার্যাবলী

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT

প্রকাশনা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

তত্ত্বাবধান

জনাব এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

সম্পাদনা

মিজ ড. ভেনিসা রড্রিক্স, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার, উপ-পরিচালক (অর্থ), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

মোঃ দিদারুল কাদির, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

সহযোগিতায়

১। **জনাব মোঃ আমিনুল হক শুভ,** সহকারী প্রোগ্রামার
সংযুক্তিঃ সিস্টেম ও ট্রেনিং শাখা, প্রধান কার্যালয়

২। **জনাব মোঃ আতিকুর রহমান তালুকদার,** সহকারী প্রোগ্রামার
উপজেলা কার্যালয়, ভালুকা, ময়মনসিংহ

ডিজাইন ও মুদ্রণ

ছাপাঘর
মোবাইল : ০১৭০৭ ০৭৯৮৩৬
ই-মেইল : info@chhapaghar.com
ওয়েব : www.chhapaghar.com

“ উন্নয়নশীল দেশ থেকে
উন্নত দেশে যাবে উদ্ভাবনে ”

এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন
মহাপরিচালক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

সূচিপত্র

১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমের সকল কর্মকর্তার নাম ও ছবি	৮
২	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর পটভূমি, ভিশন ও মিশন	৯
৩	কার্যাবলী	৯
৪	উদ্ভাবনী (ইনোভেশন) কার্যক্রম	১০
৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন (ইনোভেশন)	১০
৬	অনলাইন কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা	১০
৭	স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার	১১
৮	অনলাইন এক্সাম সিস্টেম	১১
৯	২০২০-২০২১ অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনী (ইনোভেশন) উদ্যোগ	১২
১০	অনলাইন সাপোর্টিং টিকেট সিস্টেম	১২
১১	ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-কমার্স ব্যবসায় আসল বা নকল পন্য সনাক্তকরণ	১৩
১২	গনশুনানি এর ডিজিটাইজেশন	১৩
১৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ইনোভেশন ব্যাংক অ্যাড প্রোগ্রেস ট্র্যাকার	১৩
১৪	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনী উদ্যোগ (ইনোভেশন)	১৪
১৫	ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন মনিটরিং ও Smart Kiosk Machine এর সাহায্যে সেবা প্রদান	১৪
১৬	নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট	১৪
১৭	ডিওআইসিটি অ্যানেক্স সলিউশন	১৫
১৮	অনলাইন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম	১৫
১৯	ডিজিটাল লকার	১৫
২০	TA/DA কাউন্টার	১৬
২১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সেবা সহজীকরণের তথ্য	১৬
২২	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় কারিগরি সহায়তা সেবা	১৬
২৩	সেবার নামঃ কানেক্ট ডিওআইসিটি	১৮
২৪	সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	২০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমের সকল কর্মকর্তার নাম ও ছবিঃ

১। **ড. ভেনিসা রড্রিক্স**
উপ- পরিচালক
(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ইনোভেশন অফিসার

২। **মোঃ দিদারুল কাদির**
নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
সদস্য সচিব

৩। **মোঃ আলমাছ হোসেন**
ওয়েবসাইট
এ্যাডমিনিস্ট্রেটর
(সিস্টেম ও প্রশিক্ষণ)
সদস্য

৪। **মোঃ শরীফুল ইসলাম**
সহকারী পরিচালক
(অর্থ)
সদস্য

৫। **ইয়াসমিন আক্তার**
সহকারী প্রোগ্রামার
(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
সদস্য

৬। **রেজওয়ানা সুলতানা**
সহকারী প্রোগ্রামার
(প্রশাসন শাখা)
সদস্য

৭। **সৈয়দ সালমান বিন কাদের**
সহকারী প্রোগ্রামার
(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
সদস্য

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

পটভূমি:

টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আইসিটি'র সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নির্মাণসহ নির্ভরযোগ্য কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নানামূখী কার্যক্রম পরিচালনায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের সার্বিকভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে নানাবিধ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এছাড়াও আইসিটির উন্নয়নের ১১ বছরের অর্জিত সাফল্য ও আউটসোর্সিং খাতে দেশের সক্ষমতা বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরা এবং জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করছে যা তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং দশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সোপান হিসেবে কাজ করবে।

রূপকল্প

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

অভিলক্ষ্য

তথ্য প্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানব সম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

কার্যাবলী:

- সরকারি দপ্তরে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- সরকারের সকল পর্যায়ে আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয় সাধন;
- মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল দপ্তরে আইসিটি'র উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাপোর্ট প্রদান;
- তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণকে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ;
- আইসিটি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার, কানেক্টিভিটি, স্ট্যান্ডার্ড ও ইন্টার-অপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ;
- সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণে গবেষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান;
- আইসিটি শিক্ষা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তাকরণ;
- আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- মাঠ পর্যায়ে বিশেষতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা-করণ;
- মাঠ পর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তরে ওয়েবপোর্টাল ও নেটওয়ার্ক সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে ইতোমধ্যে স্থাপিত ডিজিটাল কেন্দ্রসমূহে যথাযথ তথ্য সরবরাহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, ওয়েবপোর্টাল চালু রাখতে সহায়তাকরণ;

উদ্ভাবনী (ইনোভেশন) কার্যক্রমঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন (ইনোভেশন):

- অনলাইনে কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা
- স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার
- অনলাইন এক্সাম সিস্টেম

অনলাইন কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা:

বর্তমানে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ল্যাব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব সমূহের তথ্য একটি নির্দিষ্ট ওয়েব এপ্লিকেশন থেকে প্রাপ্তির ব্যবস্থা নেই। যার ফলে দেশের কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব নেই তা জানার কোনো নির্দিষ্ট সিস্টেম বা প্লাটফর্ম নেই। ফলশ্রুতিতে অনেক সময় একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ল্যাব প্রদানকারী সংস্থা ভুলক্রমে একাধিক ল্যাব দিয়ে ফেলে। আবার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বে সে প্রতিষ্ঠানে কোনো কম্পিউটার ল্যাব আছে কিনা তা জানা বা এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করা অত্যাবশ্যক। অপরদিকে কম্পিউটার ল্যাবের জন্য নির্দিষ্ট ফর্মেটে অনলাইনে আবেদন করার প্লাটফর্ম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর উক্ত সমস্যা বা চাহিদাসমূহ 'অনলাইন কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা' এই উদ্ভাবন (ইনোভেশন) টি এই সমাধান করে।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনলাইন ও অফলাইন উভয় প্লাটফর্মে মোট ১০ টি সেকশনে বার্ষিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ করে থাকে। উক্ত জরিপের সেকশন ৭ ও ৮ এ যথাক্রমে আইসিটি শিক্ষা ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত তথ্য এবং যন্ত্র-পাতি/সরঞ্জাম ও অন্যান্য সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য নেয়া হয়। 'কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা' সফটওয়্যারটি API ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত তথ্যসমূহ হালনাগাদ করে থাকে। ফলে এই অনলাইন প্লাটফর্মে প্রবেশ করলে খুব সহজেই জানা যাবে কোন প্রতিষ্ঠানে কি কি ল্যাব আছে বা কোন প্রতিষ্ঠানে ল্যাব নেই। আবার এই অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে নির্দিষ্ট ফর্মেটে ল্যাবের জন্যে আবেদন ও করা যায়। যার কারণে সময়, খরচ ও পরিদর্শন সব দিকে দিয়েই অনেক সাশ্রয়ী হচ্ছে।

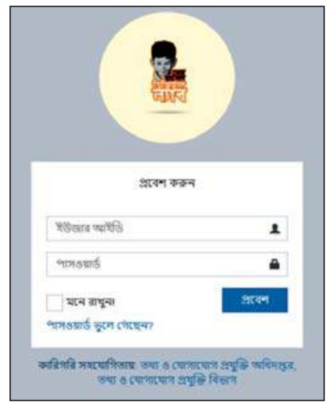

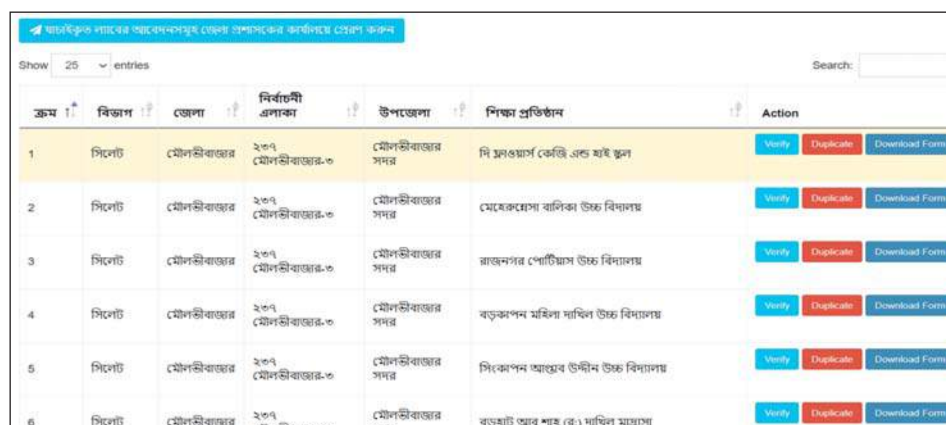

অনলাইন কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দের ব্যবস্থাপনা

স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার:

বর্তমান সময়ে দেশে তো বটেই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ইলেকট্রিক মটর দৈনন্দিন জীবনের পানির ব্যবহারের জন্যে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। প্রতিদিনই প্রতি বাসায় ইলেকট্রিক মটর অন করা হচ্ছে পানির ব্যবহারের জন্যে। অনেক সময় সময়মত মটর অফ করতে ভুলে যাওয়ার কারণে ইলেক্ট্রিসিটি এবং পানির অপচয় হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে প্রতিদিনই দেশের প্রচুর ইলেক্ট্রিসিটি ও পানির অপচয় হচ্ছে। 'স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার' এই সমস্যা সমাধান করবে যেন পানি ভর্তি হবার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়াটার পাম্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

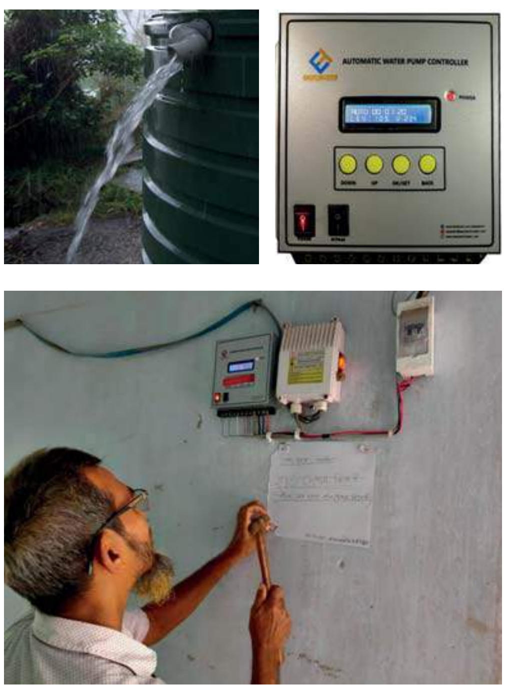

স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার

অনলাইন এক্সাম সিস্টেম:

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' একটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্ন। বিরাট এক পরিবর্তন ও ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে চলছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণই বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয়। তারই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথা অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারী/আধা সরকারী বিভিন্ন সেক্টর এখন ডিজিটালাইজেড হয়েছে এবং এর সুফল জনগন ভোগ করছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের অধিদপ্তর কর্তৃক শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনসহ প্রায় সবক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেড হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত কোনো অনলাইন সিস্টেম না থাকায় এখন পর্যন্ত অনলাইন এ পরীক্ষা নেয়ার পূর্ণাংগ পদ্ধতি বিদ্যমান নেই। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা পিছিয়ে পড়ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি পরীক্ষাগ্রহণ অত্যান্ত আবশ্যক। আর এই অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা 'অনলাইন এক্সাম সিস্টেম' উদ্ভাবন (ইনোভেশন) এর মাধ্যমে পূরণ হবে।

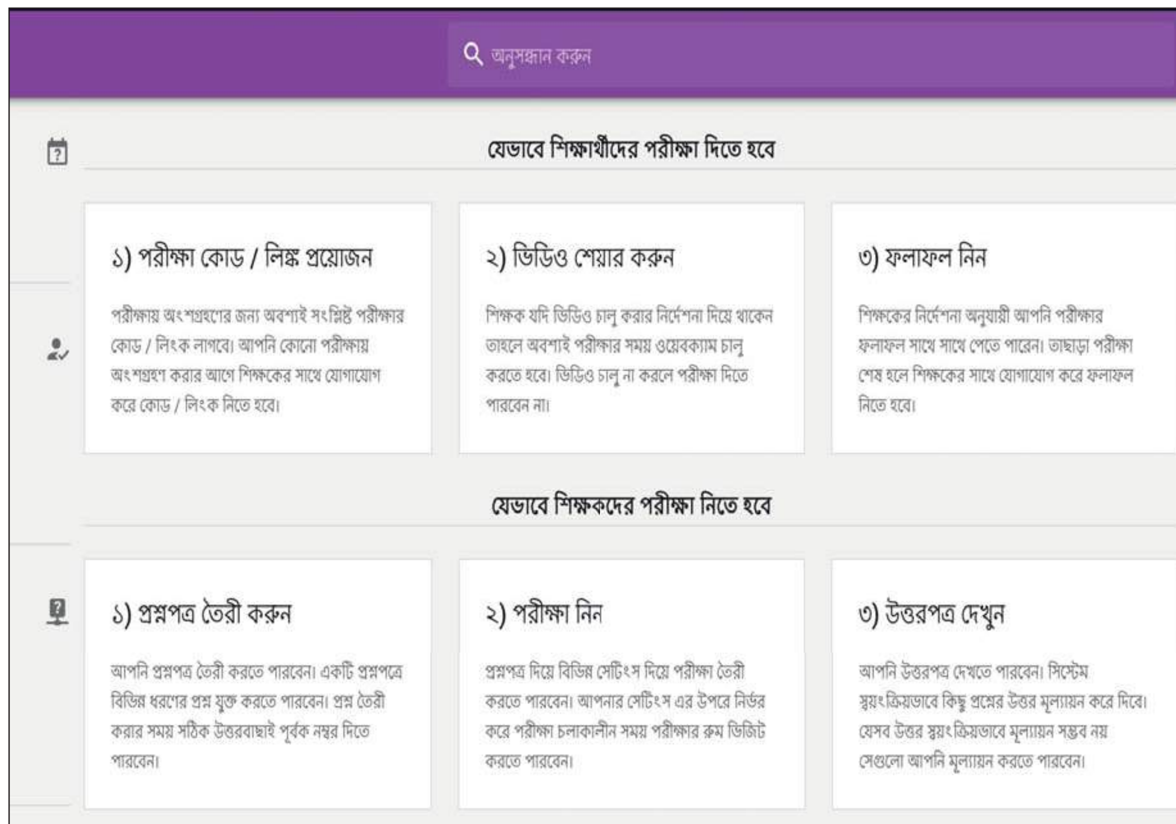

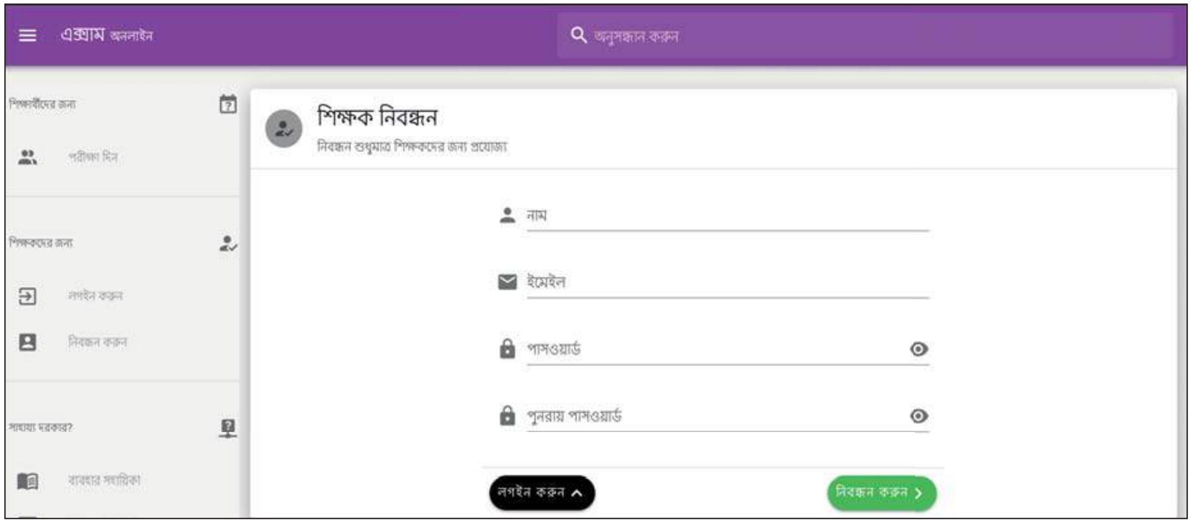

অনলাইন এক্সাম সিস্টেম

অনলাইন এক্সাম সিস্টেম প্লাটফর্ম ব্যবহার করে সকল ধরণের পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্লাটফর্মটিতে শিক্ষকগণ নিবন্ধন করবেন অথবা জেলা / উপজেলা এডমিন কর্তৃক শিক্ষক নিবন্ধন করানো যায়। শিক্ষকগণ প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করে কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশ্ন দিয়ে বিভিন্ন সেটিংস এনাবল করে পরীক্ষা প্রস্তুতপূর্বক পরীক্ষা নিতে পারবেন। শিক্ষকগণ পরীক্ষার লিঙ্ক / কোড শিক্ষার্থীদের প্রদান করবেন। পরীক্ষা প্রস্তুত করার সময় বিভিন্ন সেটিংস এনাবল করতে পারবেন যেমন শিক্ষার্থীদের ভিডিও চালু করা আবশ্যিক কিনা কিংবা পরীক্ষাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য কার্যক্রম মনিটর করা ইত্যাদি। 'অনলাইন এক্সাম সিস্টেম' প্লাটফর্মটি সেটিংস এনাবল করে স্বয়ংক্রিয় ভাবে পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারবে এবং ফলাফল প্রদান করতে পারবে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনী (ইনোভেশন) উদ্যোগ

অনলাইন সাপোর্টিং টিকেট সিস্টেম:

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সফলতার সাথে বিভিন্ন দপ্তর সমূহে আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারি দপ্তরে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি, নথি, ওয়েব পোর্টাল, ই-মোবাইল কোর্ট, ই-লাইসেন্স, জন্ম নিবন্ধন, ই-হজ্জ্ব, ই-ল্যান্ড, ই-মিউট্রিশন, ই-নামজারী, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এপিএএমএস), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস), বিভিন্ন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সাপোর্ট এবং জনগণের মাঝে প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি সেবা প্রদান করে আসছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য অনলাইন ভিত্তিক কোন প্লাটফর্ম নেই। বিভিন্ন কারিগরি সহায়তার জন্য এখন পর্যন্ত ওয়েবসাইট, ফেইসবুক, ই-মেইল, মোবাইল অথবা ম্যানুয়াল পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হয়, যা সময় সাপেক্ষ। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ সমস্যাসমূহ অবলোকন করে থাকে এবং সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। অনেকেই সমস্যাসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে এবং সঠিক চ্যানেলে সমাধান পেতে সমস্যায় পড়েন। এসকল সমস্যা সমাধানের জন্যে অনলাইন সাপোর্টিং টিকেট সিস্টেম উদ্ভাবন (ইনোভেশন) টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অনলাইন সাপোর্ট টিকেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে একজন সেবা গ্রহীতা তার সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে এর সমাধান এবং রেটিং ও মতামতের ব্যবস্থা রাখা হবে। এখানে ব্যবহারকারীদের অনুরোধগুলি ট্র্যাক রাখতে, গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং গ্রাহক সমর্থন সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যাগুলি আরও ভালভাবে মোকাবেলায় সহায়তা করা হবে। একাধিক চ্যানেল থেকে এই সমস্ত আগত প্রশ্নগুলি এক জায়গায় সংরক্ষণ করা হবে, প্রতিটি গ্রাহকের তাদের সমস্যার শ্রেণিবদ্ধকরণ ও অগ্রাধিকার দিতে এবং তারপরে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবেন। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, রিসোর্স সেন্টার, ই-সেবা, ইউডিসি এবং অন্যান্য সকল আইসিটি স্থাপনার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের জন্য সাপোর্ট হাব হিসেবে সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে। একটি সমাধানের জন্যে বারবার অফিসে যাতায়াত করতে হবেনা। এমনকি কোন সমস্যার সমাধান এখনো করা হয়নি বা কি কি সমাধান আশানুরূপ হয়নি এসকল রিপোর্টও সিস্টেম থেকে খুব সহজেই দেখা যাবে।

ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-কমার্স ব্যবসায় আসল বা নকল পন্য সনাক্তকরণ:

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে করোনা মহামারীর সময়ে অনলাইন কেনাকাটা আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে। অনলাইনে ই-কর্মাসের মাধ্যমে যেসব পণ্য কেনা হয় তা আসলে নকল পণ্য নাকি আসল পণ্য তা আবার সহজে সনাক্ত করতে পারা যায়না। যেমন- একজন ক্রেতা দারাজের মাধ্যমে আড়ং থেকে একটি জামা ক্রয় করতে অর্ডার করলো। অর্ডার করার পর আড়ং অর্ডারের নোটিফিকেশন পাবে এবং সে পণ্যটি প্যাকেট করবে। দারাজ যেই শিপিং সার্ভিস কোম্পানি ব্যবহার করে তারা আড়ং থেকে পণ্যটি দারাজের কাছে নিয়ে আসবে এবং দারাজ সেটি তাদের নিজেদের প্যাকেটে করে পণ্য গ্রহীতার নাম-ঠিকানাসহ শিপিং সার্ভিস কোম্পানির কাছে দিয়ে দিবে যাতে তারা পণ্যটি ক্রেতার ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। এই যে এখানে কয়েকটি মাধ্যমে এবং কয়েকটি ধাপে পণ্য ক্রেতার কাছে পৌঁছানো হচ্ছে এতে করে পণ্য ডেলিভারিতে ভুল, এক পণ্যের বদলে অন্য পণ্য কিংবা পণ্য জাল বা নকল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং আসল বিক্রেতাও জানতে পারে না পণ্যটি কি অবস্থায় কোথায় আছে, ক্রেতার কাছে সঠিকভাবে পৌঁছেছে কিনা, পণ্যটি কোথায় বদল হয়েছে ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, শিপিং সার্ভিস কোম্পানি আড়ং থেকে পণ্য না নিয়ে হুবহু একই রকম দেখতে নকল পণ্য অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসতে পারে। এক্ষেত্রে ক্রেতা প্রতারণার শিকার হয় এবং ই-কমার্স ব্যবসার প্রতি জনগণের আস্থা কমে যায়। যা বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মানের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ‘ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-কমার্স ব্যবসায় আসল বা নকল পন্য সনাক্তকরণ’ এই উদ্ভাবনটি (ইনোভেশন) এই সকল সমস্যা সমাধান করে থাকবে।

‘ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-কমার্স ব্যবসায় আসল বা নকল পন্য সনাক্তকরণ’ এই সিস্টেমের মাধ্যমে বিক্রেতা যখন পণ্যটি শিপিং সার্ভিসের কাছে দিবে তখন পণ্যের সাথে একটি ইউনিক কিউআর কোড দিবে। শিপিং প্রোভাইডার সেই কিউআর কোডের সাথে তাদের নিজেদের একটি ইউনিক কিউআর কোড দিবে। এভাবে প্রতিটি ধাপে ইউনিক কিউআর কোড যোগ হবে যা একটি ব্লকচেইন তৈরি করবে। যার কাছে পণ্যটি থাকবে তিনি কিউআর কোড স্ক্যান করে জানতে পারবেন পণ্যটি আগের সবগুলো ধাপ মেনে তার হাতে এসেছে কি না। কোথাও কোন অদল-বদল বা ভুল হলে সহজেই জানা যাবে কার কাছ থেকে ভুলটি হয়েছে। পণ্যটি যখন সবগুলো ধাপ শেষে ক্রেতার কাছে পৌঁছবে তখন ক্রেতা তার মোবাইল এ্যাপের মাধ্যমে কিউআর কোড স্ক্যান করে জানতে পারবে পণ্যটি কত ধাপে ও কোন কোন হাত বদল হয়ে তার কাছে এসেছে এবং পণ্যটি সত্যিই আসল বিক্রেতার কাছ থেকে এসেছে কি না ইত্যাদি। পণ্যটি সঠিক বা ভুল হলে ক্রেতার মোবাইল এ্যাপেই তা দেখা যাবে। অনলাইন প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে সেবাটি প্রদান করা হলে পণ্যের তথ্য ডেটাবেইজে সংরক্ষিত থাকবে। ক্রেতা, বিক্রেতা, শিপিং প্রভাইডার, ই-কমার্স ব্যবসায়ী সকলের মধ্যে একটি স্বচ্ছ সংযোগ স্থাপিত হবে এবং যে যার অবস্থান থেকেই নির্বিঘ্নে সেবা প্রদান বা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। এই উদ্ভাবনের মাধ্যমে ক্রেতা সঠিক পণ্যটি পেলে পণ্য ফেরত দেওয়ার দরকার হবে না এবং পণ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য ক্রেতাকে বিক্রেতার দ্বারস্থ হতে হবে না ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা সবারই সময়, খরচ, ভ্রমণের সময় বাঁচবে। বিক্রেতাও জানতে পারবে তার পণ্যটি সঠিকভাবে ক্রেতার কাছে পৌঁছেছে।

গনশুনানি এর ডিজিটাইজেশন:

বর্তমানে উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু এ সমাধানগুলো লিপিবদ্ধ থাকে না বিধায় মাঠ পর্যায়ের এই অফিসগুলো কতগুলো সমস্যা সমাধান করলো বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করল তা সেন্ট্রালি কোন প্লাটফর্মে সংরক্ষিত থাকছেনা এবং পরবর্তী বৈঠকে আগের সমস্যা গুলোর সমাধান হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কি কি ধরনের সমস্যা বিরাজমান রয়েছে, কি কি ধরনের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, কার কার সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, কোন ধরনের সমস্যা বারবার হচ্ছে, সমস্যা সমাধানে হার কত এসকল বিষয় নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। বৈঠক একটি নির্দিষ্ট সময়ে হওয়ার কারণে অনেকেই ওই বৈঠকে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন না বা নিজের সমস্যা খুলে বলতে পারেন না এবং তার অভিযোগ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রদানকৃত নির্দেশনা লিপিবদ্ধ না থাকায় সেই অভিযোগের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং অধিকাংশ অভিযোগকারী স্বল্প শিক্ষিত।

‘গনশুনানি এর ডিজিটাইজেশন’ এই উদ্ভাবন (ইনোভেশন) এর মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যেসকল উদ্যোক্তা কাজ করেন তাদের মাধ্যমে ভুক্তভোগীরা সমস্যা লিপিবদ্ধ করবেন। সেখান থেকে তাদের সমস্যার বিবরণসহ আইডি নম্বর দিয়ে প্রিন্ট করে দেওয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সালিশের দিন আইডি নম্বর দিয়ে অভিযোগকারীকে শনাক্ত করবেন এবং তার নির্দেশনা সফট্ওয়ারে লিপিবদ্ধ হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে এসএমএস এবং ই-মেইল এর মাধ্যমে নির্দেশনা পৌঁছে যাবে। আর এর মাধ্যমে যেমন অধিকতর ভোগান্তি ছাড়া সেবা পাবে জনগণ তেমনি সময়, খরচ ও পরিদর্শনের সংখ্যাও অনেক কমে যাবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ইনোভেশন ব্যাংক অ্যান্ড প্রোগ্রেস ট্র্যাকার:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামারগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্ভাবনী পরিকল্পনা জমা দেওয়ার কোনো

নিজস্ব প্লাটফর্ম অধিদপ্তরের নেই। এসব তথ্য যথাযথভাবে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তা পরবর্তীতে পরিকল্পনা গ্রহণ, পদক্ষেপ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং এ সমস্যা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নেয়া হচ্ছে ইমেইল ও হার্ড কপিতে। উদ্ভাবনী পরিকল্পনাসমূহ সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। সকল সমাপ্ত, অনুমোদনপ্রাপ্ত ও জমাকৃত উদ্ভাবনী একই প্লাটফর্ম এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। জমাকৃত উদ্ভাবনী পরিকল্পনাসমূহ বাছাই এর জন্য অনেক বেশি সময় অপচয় হয়।

ইনোভেশন ব্যাংক অ্যান্ড প্রোগ্রেস ট্র্যাকার উদ্ভাবনটিতে নিজস্ব ডোমেইন ভিত্তিক অনলাইন প্লাটফর্ম থাকবে। উক্ত প্লাটফর্ম মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিজেদের উদ্ভাবনী প্রকল্প জমা দিতে পারবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সকল ইনোভেশন এবং প্রোগ্রেস মনিটর করা যাবে। উদ্ভাবনী পরিকল্পনাসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যাবে। উদ্ভাবনী পরিকল্পনা জমাদানের সময় নির্ধারণ করা যাবে। অনলাইন এ সকল জমাকৃত উদ্ভাবনী পরিকল্পনাসমূহকে ইনোভেশন কমিটি নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই ও অনুমোদন করতে পারবেন। অনলাইন প্লাটফর্ম এর ব্যবহার উক্ত কাজটি দ্রুততর ও সহজ করবে। ডাটাবেজে সংরক্ষণের ফলে যেকোনো সময় যেকোনো উদ্ভাবনী আইডিয়া খুঁজে পাওয়া এবং চলমান প্রকল্প ও প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং করা যাবে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনী উদ্যোগ (ইনোভেশন)

ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন মনিটরিং ও Smart Kiosk Machine এর সাহায্যে সেবা প্রদান:

বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শাখা, দপ্তর, বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হয়। কিন্তু পরিদর্শন রিপোর্ট প্রনয়ণ একটি সময় সাপেক্ষ ও জটিলতাপুর্ণ কাজ। এককে জনের পরিদর্শন রিপোর্ট এককে ধরনের। আবার এক এক রিপোর্ট এক এক জায়গায় সংরক্ষিত থাকে যা যে কোন সময় যে কোন জায়গা থেকে এক্সেস করা সম্ভবপর হয়না। আর এই সমস্যাগুলো সমাধান হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন মনিটরিং ও Smart Kiosk Machine এর সাহায্যে সেবা প্রদান এই ইনোভেশন (উদ্ভাবন) এর মাধ্যমে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন রিপোর্ট প্রনয়ণের মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব। এতে যেমন সময় বাঁচবে তেমনি পরিদর্শন রিপোর্ট প্রনয়ণ করা আরও সহজ হবে। অনলাইন বেইজড্ রিপোর্ট প্রনয়ণের পদ্ধতি হবে একটি কাস্টমাইজড সফ্‌টওয়্যার যেখানে যে কেউ তার নিজস্ব পরিদর্শন ছক তৈরি করতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সেটি সংরক্ষণ করতে পারবে। একবার তৈরি হলে বারবার সে শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের মাধ্যমেই রিপোর্ট জেনারেট করতে পারবে। স্মার্ট কিওসেক মেশিনের মাধ্যমে যে কেউ তার রিপোর্ট ফিলাপ করতে পারবে (কম্পিউটার ছাড়াই)।

নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট:

কেয়ার বাংলাদেশ এনজিও সংস্থা ৩০ জন দক্ষকর্মীর সহয়তায় দুর্গাপুর, নেত্রকোণা তাদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। তারা সেবাগ্রহীতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভবতী মায়েদের সেবা প্রদানের পাশাপাশি সেবা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। যার চিকিৎসা বাবদ ব্যয় সেবাগ্রহীতা নিজেই বহন করেন। সেক্ষেত্রে দেখা যায় গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসার খরচ তুলনামূলক বেশি। ফলে এ খরচ দুস্থ দরিদ্র জনগন নিজে থেকে বহন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে এই দুস্থ দরিদ্র জনগনকে সহায়তা করার জন্য উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে "নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট" তৈরী করা হয়। যেখানে এলাকার স্বচ্ছল জনগন সেই একাউন্টে সেচ্ছায় টাকা দান করে যাচ্ছেন আর এর সুফল পাবেন হত দরিদ্র গর্ভবতী মা।

বর্তমানে দুর্গাপুর উপজেলায় সদর ইউনিয়নে ৪০০০ টাকা এবং কাকৈরগড়া ইউনিয়নে ১২০০০ টাকা “নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট” এ জমা রয়েছে। এ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার জন্য প্রযুক্তির সহায়তা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে “নিরাপদ মাতৃত্ব” মোবাইল এপ্লিকেশন ডেভেলপ করা হলে বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার এর মাধ্যমে টাকা কালেকশন যেমন আরো সহজতর হবে তেমনি কেয়ার বাংলাদেশ এনজিও সংস্থাটি সেবা গ্রহীতাদের বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের মনিটরিং আরো জোরালো ভাবে করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

ডিওআইসিটি অ্যানেক্স সলিউশন:

বর্তমান সময়ে মাঠ পর্যায়ে অফিসারদের অফিশিয়াল কার্যক্রম ম্যানুয়ালি করতে হয় যার কারণে প্রধান কার্যালয়ের মাঠ পর্যায়ের যেকোন তথ্যের জন্যে অফিসারদেরকে নোটিশ দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। যা ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের জন্যে সম্পুর্ন বেমানান। যেকারনে সকল তথ্য প্রাপ্তি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে ডিওআইসিটি অ্যানেক্স সলিউশন উদ্ভাবন (ইনোভেশন) টি করা হয়েছে।

অ্যানেক্স সল্যুশন (Annex Solution) একটি অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়ার যার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থেকে শুরু করে মাঠ-পর্যায় পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ের মাধ্যমে অতি দ্রুততম সময়ে দাপ্তরিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে পারবে, এবং প্রধান কার্যালয় থেকে যেকোন সময়ে সম্পাদিত কর্মকান্ডের রিপোর্ট দেখতে পারবে। অ্যানেক্স সল্যুশন এর সিলেক্টেড মডিউলসমূহ হচ্ছে - ইনভেন্টরী এন্ড স্টোর, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ভিকেল/যানবহন ম্যানেজমেন্ট, পেপারলেস মিটিং ম্যানেজমেন্ট, এক্সপার্টিস ম্যানেজমেন্ট, রেজিস্টার ম্যানেজমেন্ট (যেমন সেবা ও সহযোগিতা রেজিস্টার)। এসকল মডিউল ব্যাবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসের ইনভেন্টরি, অ্যাসেট এর তথ্যাদি, রেজিষ্ট্রার এর তথ্যাদি খুব সহজেই সিস্টেমে লগইন করে দেখা যাবে। যার ফলে মাঠ পর্যায় থেকে বারবার রিপোর্ট চাইতে হবেনা এবং নির্দিষ্ট ফর্মে সকল তথ্যাদি যেকোন সময় সিস্টেম থেকে দেখা যাবে। ফলে সময়, খরচ এবং পরিদর্শন সাশ্রয় হবে।

অনলাইন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম:

আইসিটি অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন সময় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যায় অনেক থাকায় যখন বিভিন্ন ব্যাচে মনোনয়ন দেয়া হয় তখন এক ব্যাচের ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ভুলবশত পরের কোন ব্যাচেও আসতে পারে। আবার ম্যানুয়ালি এক্সেল ফাইল ব্যাবহার করলে বছরের বিভিন্ন সময়ে সামগ্রিক কতগুলো প্রশিক্ষণ হলো, মোট কতজন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলো, কোন কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ হয়েছে বা কোন কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ হয়নি এখনো, প্রশিক্ষক হিসেবে কে ছিলেন কোন বিষয়ে এই তথ্যগুলো বের করা সময় সাপেক্ষ। আবার বর্তমান পদ্ধতিতে বেশ পূর্বের কোন সময়ের তথ্য জানার দরকার হলে তখনকার ফাইল খুঁজতে হয় বা তখন যে কর্মকর্তা দায়িত্বে ছিলেন তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় ফলে সময় ও ভিজিট এর সংখ্যা বেড়ে যায়।

অনলাইন এই সিস্টেমে কোন প্রশিক্ষণ ইভেন্ট শুরু করলে সেখানে ডিফাইন করে দেয়া যাবে কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ হবে এবং নামের তালিকা থেকে প্রশিক্ষনার্থী-দের সিলেক্ট করে দেয়া যাবে। উল্লেখ্য এখানে কর্মকর্তাদের ক্যাটাগরি যেমন প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার এমনকি যোগদানের তারিখের উপর ভিত্তি করে নামের তালিকা উপস্থাপিত হতে পারে। সুতরাং একটি ব্যাচ শেষ হয়ে গেলে একদম নির্ভুলভাবে পরের ব্যাচের তালিকা তৈরি করা যাবে কেননা তালিকা তৈরির সময় উপজেলা জেলা অনুসারে কর্মকর্তাদের সিলেক্ট করার অপশন থাকবে। এভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পর যদি দেখার দরকার পরে কি কি বিষয়ের উপর ট্রেনিং হয়েছে বা কি কি বিষয় এর উপর ট্রেনিং হয়নি এই সিস্টেম থেকে খুব সহজেই দেখা যাবে। আবার মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা যেমন দেখা যাবে তেমনি প্রশিক্ষক এর তথ্যও খুব সহজেই দেখা যাবে এই অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে।

ডিজিটাল লকার:

আমাদের সকল ডকুমেন্ট যেমন সার্টিফিকেট, জন্মনিবন্ধন, ন্যাশনাল আইডি ইত্যাদি হার্ডকপিতে ম্যানেজ করা কঠিন। কোন ডকুমেন্ট হারিয়ে গেলে সেটা পুনরুদ্ধার করা অনেক কষ্টকর। আবার এসব ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন বা সঠিক কিনা তা প্রমাণ করা যাচাই করাও সময় সাপেক্ষ। অনেকসময় নাগরিকদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে হয়। সেক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাগজপত্রাদি আবার যাচাই বাছাই করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটেই ডিজিটাল লকার উদ্ভাবনটি (ইনোভেশন) গ্রহণ করা হয়েছে।

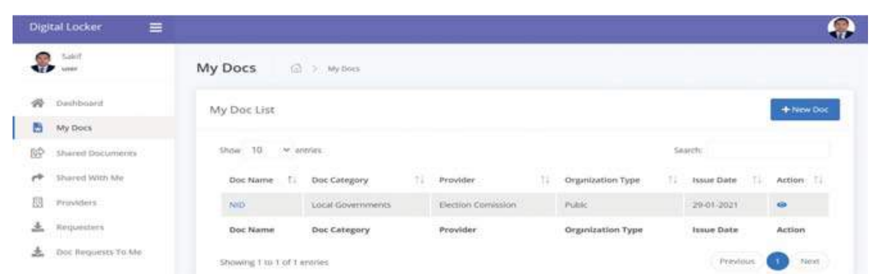

ডিজিটাল লকার উদ্ভাবন (ইনোভেশন)

এই সিস্টেমে সকল ডকুমেন্ট এর সফট কপি স্ব স্ব দপ্তর থেকে ইস্যু করা হবে। 'ডিজিটাল লকারে' নিবন্ধিত ব্যক্তির নিজস্ব অ্যাকাউন্টে সেগুলো জমা থাকবে। সে যে কোন জায়গা থেকে সহজেই সেগুলো দেখতে ও প্রিন্ট করতে পারবে। হারিয়ে গেলে খুব সহজে রিকভার করতে পারবে। বিভিন্ন অর্গানাইজেশন যেমন শিক্ষা বোর্ড বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট সরাসরি এই ডিজিটাল লকারে চলে আসবে। আবার নাগরিক-গণ যারা এই অনলাইন প্লাটফর্মে রেজিস্ট্রেশন করে থাকবে তারা সরাসরি তাদের পেপার এই সিটেমে আপলোড করতে পারবে।

TA/DA কাউন্টার:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরসহ সরকারি সকল দপ্তরেরই যাতায়াত ভাতা এবং দৈনিক ভাতার (TA/DA) বিল তৈরি করতে হয় এবং তা রেজিস্টার এ লিপিবদ্ধ করতে হয়। এভাবে প্রত্যকে অফিসেই অনেকগুলো রেজিস্টার তৈরী করতে হয় এবং তা হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত তথ্য নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় এই ভ্রমণ ভাতা এবং দৈনিক ভাতা করতে গিয়ে নিয়ম জানা না থাকলে ভুলভ্রান্তি হতে পারে যা পরবর্তী-তে অডিট বা অন্যান্য ঝামেলার তৈরি হতে পারে বা সরকারের অর্থের অপচয় হতে পারে। আবার এসব বিল ভাতাদি করতে গিয়ে বেশিরভাগ সময় কর্মচারীর/অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয় যা সময়, অর্থ এবং পরিদর্শন সবকিছুরই অপচয় হয়। TA/DA কাউন্টার এই উদ্ভাবন (ইনোভেশন) টি ব্যবহারের ফলে উপরোক্ত সমস্যার সমাধান হবে। একটি অনলাইন সফ্টওয়্যার অথবা অ্যাপ তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক দপ্তরের নির্ধারিত কর্মকর্তার জন্যে এই সিস্টেমে তাদের জন্যে পৃথক আইডি থাকবে। নির্ধারিত ফর্মেটে সিস্টেম থেকে ফর্ম নির্ধারণ করে খুব সহজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে যা নির্ভুলভাবে তৈরি হয়ে যাবে। এখানে প্রতিটি খরচের জন্য মোট ব্যয়, ভ্যাট এবং আয়কর এন্ট্রি করলে অটোমেটিক সকল রেজিস্টার আডডেট হয়ে যাবে। পরবর্তীতে সকল ধরনের অর্থনৈতিক রেজিস্টারের রিপোর্ট দেখার ব্যবস্থা থাকবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সেবা সহজীকরণের তথ্য

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় কারিগরি সহায়তা সেবা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জেলা পর্যায়ে দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও কম্পিউটার অপারেটর সাধারণ জনগণ ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আইসিটি নির্ভর সেবা যেমন- নথি, ওয়েব পোর্টাল, সরকারি বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত এপ্লিকেশন, হার্ডওয়ার, ইন্টারেনট কানেকটিভিটিসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সেবা প্রদান/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানবিধ অসুবিধাসমূহ দেখা যায়। নাগরিক পর্যায়ে অভিযোগ দাখিলের যথোপযুক্ত পদ্ধতি বা ক্ষেত্র বা কোথায় কার নিকট দাখিল করতে হবে সে বিষয় সম্পর্কে অবগত না থাকা। অভিযোগ দাখিলের পর সেবাপ্রাপ্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পদ্ধতি না থাকা। আবার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধির পর্যাপ্ততার অভাব। তদুপরি রেকর্ড/তথ্যপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা সুরক্ষিত নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় কারিগরি সহায়তা সেবা উক্ত সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা হচ্ছে। আবার নিজস্ব ডোমেইনভিত্তিক একটি অনলাইন প্লাটফর্ম থাকছে যার কারণে উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা গ্রহীতা/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিকুয়েস্ট পাঠানো হবে এবং সেবাটি প্রদান সাপেক্ষ তা সমাধান এ ক্লিক করলে তা ডাটাবেইজ সংরক্ষিত হচ্ছে।

কেস স্টাডি

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর উপজেলা কার্যালয়, ভালুকা, ময়মনসিংহ
অফিস প্রধান	সহকারী প্রোগ্রামার
জনবল	০১ জন
অফিসের ঠিকানা	৪র্থ তলা, উপজেলা পরিষদ ভবন (নতুন ভবন), ভালুকা, ময়মনসিংহ
যোগাযোগ	টেলিফোনঃ +৮৮০৯০২২৫৬০৮৮, ইমেইলঃ doict.bhaluka.mymensingh@gmail.com

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে ই-নথির কারিগরি সহায়তার আইসিটি অধিদপ্তরের সহায়তা দরকার। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তী পদ্ধতির ডিজাইনঃ

সেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ধাপ-১	ভালুকা উপজেলার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর অফিসে/কার্যালয়ে লিখিত/মৌখিক আবেদন দাখিল
	ধাপ-২	কার্যালয়ে আবেদনপত্র গ্রহণ
	ধাপ-৩	আবেদনপত্র এন্ট্রিকরণ
	ধাপ-৪	তথ্যাদি যাচাই-বাছাই এবং তালিকা তৈরিকরণ
	ধাপ-৫	আবেদন গ্রহণ বা বাতিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সেবা-গ্রহীতাকে অবহিতকরণ
	ধাপ-৬	কারিগরি সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ
	ধাপ-৭	ক) ফোন, ই-মেইল, পত্রজারি ইত্যাদি মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান
	ধাপ-৮	খ) আবেদনকারীকে অফিস ভিজিটের বিষয়ে অবহিত-করণ
	ধাপ-৯	গ) সংশ্লিষ্ট অফিসে ভিজিট করে কারিগরি সহায়তা প্রদান
	ধাপ-১০	প্রধান কার্যালয়ে হার্ডকপি প্রতিবেদন প্রেরণ
	ধাপ-১১	প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন সংরক্ষণ
সেবা প্রদানের শর্ত	সেবা প্রদানকারীকে অবশ্যই অফিসে থাকতে হবে, প্রশিক্ষণ বা অন্যান্য অফিসিয়াল কাজে অফিসের বাইরে থাকলে সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সেবা পাচ্ছেনা।	

সহজীকৃত পদ্ধতি

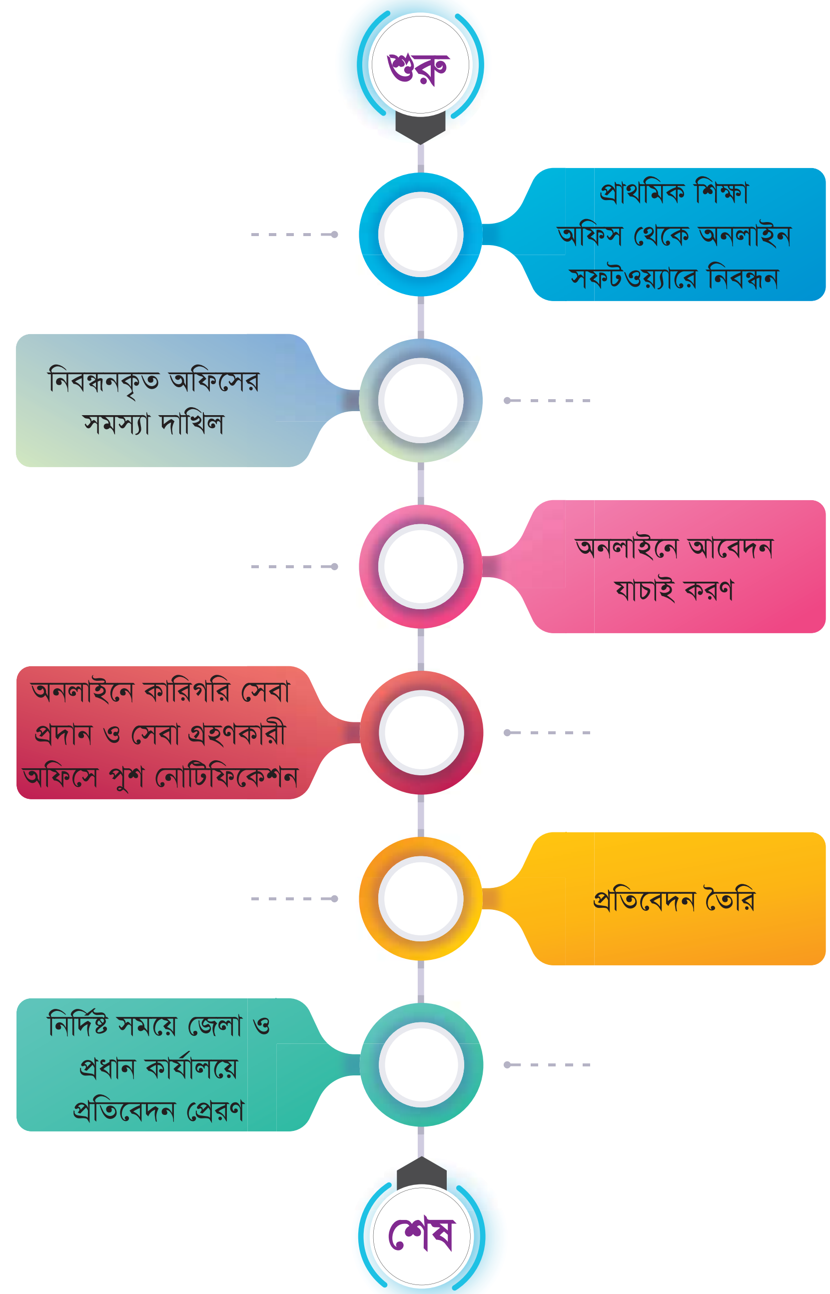

TCV (Time, Cost & Visit) :

	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	১৫-২০ দিন	১-৩ দিন
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	যাতায়াত খরচ: ৩০০-৫০০/-	০-৫০/-
যাতায়াত	৩ বার	সর্বোচ্চ ১ বার
ধাপ	১১ টি	০৬ টি
জনবল	৩-৫ জন	২-৩ জন
দাখিলীয় কাগজপত্র	প্রতিটি সেবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি	কাগজপত্রাদি দরকার নেই

সেবাটি সহজীকরণের ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের নিজস্ব ডোমেইনভিত্তিক একটি অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা গ্রহীতা/প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিকুয়েস্ট পাঠানো হবে এবং সেবাটি প্রদান সাপেক্ষ তা সমাধান এ ক্লিক করলে তা ডাটাবেইজ এ সংরক্ষিত হবে। এতে করে একটা ডাটাবেইজ তৈরি হবে যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে উক্ত সমস্যা সমাধানে তেমন জটিলতা হবে না। এতে সরকারি সেবা প্রদানে আইসিটি'র ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহারে আগ্রহ পরিলক্ষিত হবে। তাছাড়া ডাটাবেইজ থেকে ইতোমধ্যে সমাধানকৃত সমস্যাসমূহের সমাধান খুঁজে নিয়ে সহজেই তারা নিজেরাই সমাধান করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং করা যাবে যাতে করে জেলা হতে প্রতিদিন কতজন সেবা গ্রহণ করেছেন এবং সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন।

সেবার নামঃ কানেক্ট ডিওআইসিটি:

তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সহজে সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দিনে দিনে আইসিটি অধিদপ্তরের কলবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অধিদপ্তররে কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষে এবং জনগণের দোরগোড়ায় বিভিন্ন নতুন সেবা পৌছেঁ দেয়ার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সহজে সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দিনে দিনে আইসিটি অধিদপ্তরের কলরব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অধিদপ্তররে কার্যক্রম কে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে এবং জনগণের দোড়গোড়ায় বিভিন্ন নতুন সেবা পৌছেঁ দেয়ার লক্ষ্যে অর্থ বছরে ইনোভেশন ফান্ড এর আওতায় বিভিন্ন উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কে একটি সমন্বিত প্লাটফর্ম এর আওতায় আনার জন্য Connect DoICT Mobile App তৈরির ইনোভেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি। নতুন চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা বিভিন্ন সেবা সরবরহকারীদের সাথে অধিদপ্তরকে সংযুক্তকরণ। দ্রুততাঁর সাথে বিভিন্ন নোটিশ, নোটিফিকেশন সবার মাঝে প্রেরণ। এই অ্যাপের মাধ্যমে অধিদপ্তরের একজন রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী তাঁর নিজের তথ্য আপলোড, সংরক্ষণসহ বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারে।

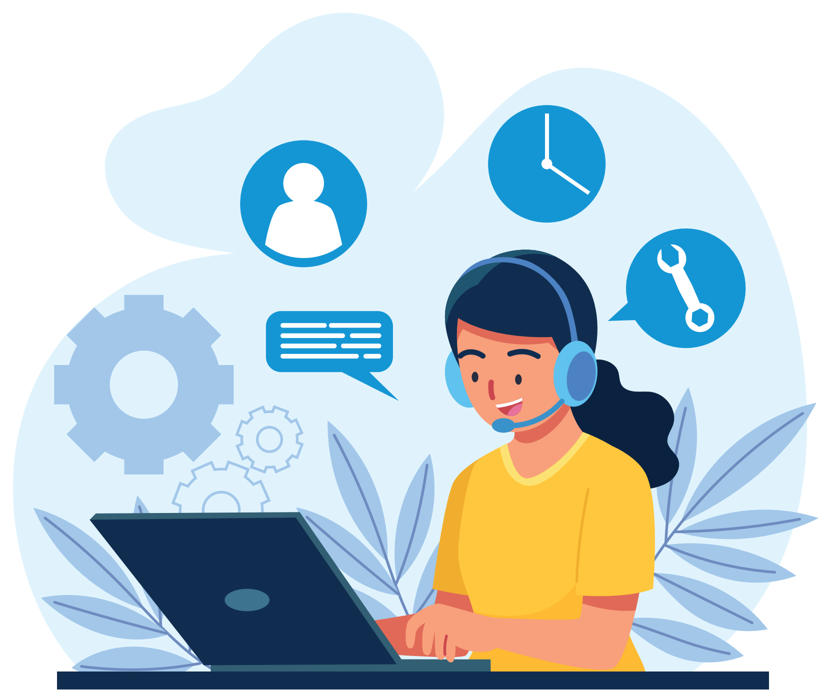

নোটিশঃ (ডিওআইসিটি ওয়েব পোর্টাল এবং অভ্যন্তরীণ)

এটি একটি মোবাইলভিত্তিক অনলাইন প্লাটফর্ম যার মাধ্যমে সহজেই আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সমন্বিত প্লাটফর্ম এর আনা সম্ভব হয়েছে। ক্লাউড বেইজড নোটিফিকেশন সহ অন্যান্য ফিচারের মাধ্যমে সবাইকে বিভিন্ন তথ্য সর্ম্পকে নিমিষেই অবহিত করা সম্ভব। কাগজপত্র/তথ্যপত্র সংগ্রহ, দাখিল ও যাচাই করতে সময় কম লাগবে। বেশিরভাগ তথ্য ও রের্কডপত্র ডিজিটাইজড করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে করা, ফরম প্রাপ্তি, অনলাইনভিত্তিক নিউজ সার্ভিস, ইভেন্ট, সার্ভিস, নিজ স্বাস্থ্য ডিজিটালাইজড করা সম্ভব হয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ একস্থান হতে প্রয়োজনীয় নিজ তথ্য হালনাগাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ দাপ্তরিক তথ্য সহজেই পেতে পারেন।

সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতাহারে লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন-আমার গ্রাম আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি, মানসম্মত শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নানামূখী উদ্যোগের অংশ হিসেবে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এই সব উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ সেবাসমূহ জনগনের কাছাকাছি নিয়ে যেতে, প্রযুক্তি বিভেদ দূর করতে ও সকল নাগরিককে তথ্য প্রবাহের আধুনিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উপনীত করতে সুদুর প্রসারী ভূমিকা পালন করবে ।

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

যোগাযোগ ও মতামত

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার,
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

info@doict.gov.bd

http://doict.gov.bd/forms/form/feedback

+88-02-41024072

www.doict.gov.bd

https://www.facebook.com/Department.of.ICT